

## আর্থিক ও রাজস্ব নীতি Monetary and Fiscal Policy

কোন দেশে সরকারের নীতির সহায়ক হিসাবে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ যেসব নীতি গ্রহণ করে সেটা আর্থিক নীতি। আবার অর্থনীতিতে যখন মন্দা দেখা দেয় অর্থাৎ যোগানের চেয়ে চাহিদা কম থাকে তখন সরকারকে হস্তক্ষেপ করে কিছু কার্যক্রম নিতে হয়। সরকারের এ ধরনের কার্যক্রমকে বলা হয় রাজস্ব নীতি। বর্তমান ইউনিটের তিনটি পাঠে আমরা যথাক্রমে আর্থিক নীতি, রাজস্বনীতি এবং উৎপাদনের সমন্বয় ও নীতির মিশ্রণ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

- ❖ পাঠ-১ : আর্থিক নীতি
- ❖ পাঠ-২ : রাজস্ব নীতি
- ❖ পাঠ-৩ : উৎপাদনের সমন্বয় এবং নীতির মিশ্রণ

## আর্থিক নীতি

এই পাঠ পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- আর্থিক নীতি সম্পর্কিত ধারণা
- স্থানান্তর প্রক্রিয়া
- আর্থিক নীতির হাতিয়ারসমূহ
- তারল্য ফাঁদ
- সনাতন ধারণা

আর্থিক নীতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করার আগে এ সম্পর্কিত কয়েকটি ধারণার ব্যাপারে আলোকপাত করা যাক।

**১. আর্থিক কর্তৃপক্ষ (Monetary Authority) :** অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা অর্থবাজারের অঙ্গীভূত সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে আর্থিক কর্তৃপক্ষ বলে। বাংলাদেশে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রতম অংশ সরকার। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার এখানে আর্থিক কর্তৃপক্ষ। ব্যাপক অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই আর্থিক কর্তৃপক্ষ বলা যায়।

**২. ব্যাংক হার (Bank Rate) :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তফশিলি ব্যাংকগুলোকে যে সুদের হারে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে তাই হল ব্যাংক হার। অন্যভাবে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট কোনো তফশিলি ব্যাংক হুন্ডি ভাঙাতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাট্টা করে সেই হারই হলো ব্যাংক হার। এটি কোনো দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি শক্ত হাতিয়ার।

**৩. অর্থের যোগান (Money Supply) :**

**ক. সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow money supply) :** অর্থের যোগান বলতে জনগণের হাতে রক্ষিত অর্থ এবং ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এর সমষ্টিকে বোঝায়।

সংক্ষেপে,  $M_1 = C + D$

$M_1$  = সংকীর্ণ মুদ্রা,  $C$  = জনগণের হাতে রক্ষিত অর্থ,  $D$  = চাহিদা আমানত।

**খ. বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান (Broad Money supply) :** কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের হাতে রক্ষিত অর্থ, বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান বোঝায়।

$M_2 = C + D + T_D$

যেখানে  $M_2$  = বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান,  $C$  = জনগণের হাতে রক্ষিত অর্থ,  $D$  = চাহিদা আমানত,  $T_D$  = মেয়াদি আমানত।

**৪. আর্থিক ভিত্তি/শক্তিশালী মুদ্রা (High power money) :** কোনো অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত তরল আর্থিক সম্পদ যেমন নোট ও কয়েনের সমষ্টিকে আর্থিক ভিত্তি (Monetary Base) বা শক্তিশালী মুদ্রা (High Power Money) বলে। যা মূলত জনগণের হাতে রক্ষিত অর্থ (C) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের রিজার্ভের (R) সমষ্টি।

৫. **আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Financial Institution)** : যেসব প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ করে ঋণ প্রদান করে, স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে এবং স্বল্পকালীন ঋণ লেনদেন করে তাদেরকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে।

৬. **প্রচলিত মুদ্রা (Currency in circulation)** : যে অর্থ জনগণের লেনদেনে ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে প্রচলিত মুদ্রা বোঝায়। আর্থিক নীতি হলো অর্থনৈতিক নীতিসমূহের সেই অংশ যার মাধ্যমে আয়, নিয়োগ, উৎপাদন এবং দামের স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে সহায়ক শক্তি হিসাবে আর্থিক কর্তৃপক্ষ অর্থের যোগান, সুদের হারের কাঠামো, ঋণ ব্যবস্থার মতো আর্থিক বিষয়সমূহ ব্যবহার করে। অন্যভাবে বলা যায় কর্তৃপক্ষ সরকারের নীতির সহায়ক হিসেবে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেসব নীতি গ্রহণ করে সেটাই আর্থিক নীতি। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

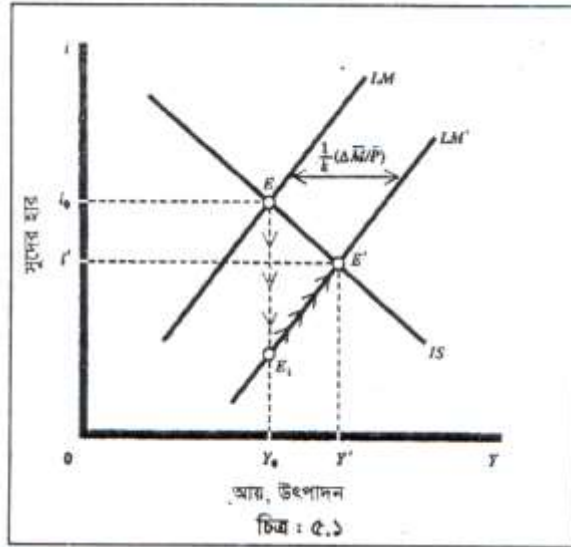
দেশে অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরকারি বন্ড, ট্রেজারি বিল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াটিই খোলা বাজার কার্যক্রম।

৭. **আর্থিক নীতি** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি পরিচালনা করে খোলা বাজার কার্যক্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্যে সরকারি বন্ড, ট্রেজারি বিল সরকার কিনে নেয়। দেশে অর্থ প্রবাহ বাড়াতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ দেশের মুদ্রা (যেমন- বাংলাদেশে টাকা) ছাপিয়ে তা বাজারে ছড়িয়ে দেয়। বিনিময়ে মানুষ বা ক্রেতার কাছ থেকে তারা সরকারি বন্ড, ট্রেজারি বিল কিনে নেয়। দেশে অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সরকারি বন্ড, ট্রেজারি বিল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াটিই খোলা বাজার কার্যক্রম।

ধরুন দেশের অর্থনীতিতে সরকারি বন্ডের সংখ্যা বেশি। অন্যভাবে বললে দেশের অর্থনীতিতে টাকার প্রবাহ কম। প্রবাহ বাড়াতে এবং বন্ডের সংখ্যা কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজের তহবিল থেকে অর্থ যোগান দেবে, সরকারি বন্ড ক্রয় করবে। ফলে অর্থনীতি বা বাজারে বন্ডের সংখ্যা কমে যাবে। চাহিদার তুলনায় যোগান কমতে থাকলে সরকারি বন্ডের দাম বাড়তে থাকবে। সুদের হার হ্রাস পাওয়ায় অর্থনীতিতে তখন ভোক্তারা তাদের সম্পদের ক্ষুদ্রাংশ বন্ড হিসেবে এবং বৃহদাংশ টাকা হিসেবে রাখবে।

অর্থের চাহিদা ও সুদের হার যদি অতি প্রতিক্রিয়াশীল না হয়, তাহলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার প্রবাহ পরিবর্তন সুদের হারের বৃহৎ পরিবর্তন ঘটাবে। যার প্রভাব পড়বে বিনিয়োগ চাহিদার বৃদ্ধির মাধ্যমে।

৫.১ নং চিত্রের মাধ্যমে খোলাবাজার কার্যক্রমের কার্যকারিতা ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে। প্রাথমিক ভারসাম্য ছিল E বিন্দুতে। যেখানে অর্থের প্রবাহ ছিল M/P. সরকার খোলাবাজার কার্যক্রম পরিচালনার পর অর্থনীতিতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতিতে LM রেখা নিচের দিকে নেমে LM' আসে। ফলে নতুন ভারসাম্য বিন্দু E'-এর উৎপত্তি হয়। OE' বিন্দুর অবস্থানে একদিকে সুদের হার আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে ( $i_0$  থেকে  $i_1$ ), অন্যদিকে প্রাথমিক আয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেড়েছে  $Y_0$  থেকে  $Y_1$ । কারণ খোলাবাজার কার্যক্রমের দরুন অর্থনীতিতে সুদের হার হ্রাস পেয়েছে এবং বিনিয়োগ ব্যয় বেড়েছে। চিত্র অনুসারে LM' যতো নামবে আয় ততো বৃদ্ধি পাবে। যদি অর্থের চাহিদা এবং সুদের হার অতি সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রবাহের পরিবর্তন সুদের হারের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজারে আত্মভূত করা বা বিশোধিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের হারও অনেক সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র হবে। অন্যদিকে অর্থের চাহিদা ও সুদের হার যদি অতি



প্রতিক্রিয়াশীল না হয়, তাহলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রবাহ পরিবর্তন সুদের হারের বৃহৎ পরিবর্তন ঘটাবে। যার প্রভাব পড়বে বিনিয়োগ চাহিদার বৃদ্ধির মাধ্যমে। একইভাবে যদি অর্থের চাহিদা ও আয়ের হার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়, নির্দিষ্ট অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি আয়ের পরিমাণের সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে বিশেষিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আর্থিক গুণক খুব ক্ষুদ্র হবে।

অর্থনীতিতে সরকার যখন টাকার প্রবাহ বাড়িয়ে দিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে তখন কি ঘটে? ৫.১ নং চিত্র লক্ষ্য করুন। প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য ছিল  $E$  বিন্দুতে। অর্থের প্রবাহ বাড়ানোর ফলে অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। এভাবে ক্রেতা বা ভোক্তারা অন্যান্য সম্পদ কিনতে শুরু করে। ফলে সম্পদের দাম বাড়তে থাকে এবং প্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে যায়। যেহেতু সম্পত্তির বাজার খুব দ্রুত খাপ খাইয়ে নেয় তাই অর্থনৈতিক ভারসাম্য হবে  $E_1$  বিন্দুতে।  $E_1$  বিন্দুতে আর্থিক বাজারে ভোক্তারা প্রকৃত টাকা ধরে রাখার চেষ্টা করবে। কারণ এখানে সুদের হার কম। তারা খরচ কমিয়ে দেবে। কিন্তু এই বিন্দুতে পণ্যের চাহিদা যোগানের তুলনায় বেশি। কারণ প্রাথমিক আয় ( $Y_0$ ) যদি একই থাকে তাহলে সুদের হার কমে যাওয়ায় অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়। ফলে অর্থনীতির মজুদকৃত পণ্য কমতে শুরু করে। উৎপাদন এবং আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি অর্থের চাহিদা বাড়ায়। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় সুদের হার।  $E'$  ভারসাম্য বিন্দুতে সুদের হার  $i'$  এবং উৎপাদন  $Y'$ । এভাবে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে প্রথমে সুদের হার হ্রাস করা সম্ভব। স্বল্প সুদের হারের কারণে ভোক্তারা তাদের পোর্টফোলিও নতুনভাবে সাজায়, যা পরবর্তীতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে।

অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে প্রথমে সুদের হার হ্রাস করা সম্ভব। স্বল্প সুদের হারের কারণে ভোক্তারা তাদের পোর্টফোলিও নতুনভাবে সাজায়, যা পরবর্তীতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে।

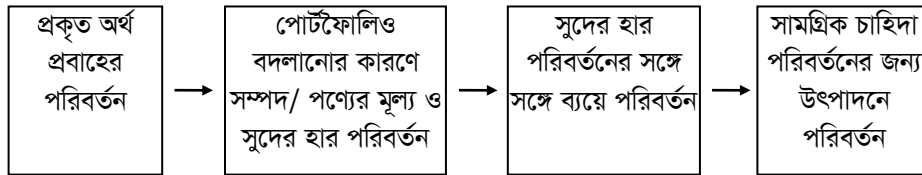
### স্থানান্তর প্রক্রিয়া

আর্থিক নীতি যে প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক চাহিদার উপর প্রভাব ফেলে সেটাই স্থানান্তর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দুটো ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। ধাপগুলো হলো :

১। প্রকৃত টাকার মজুদ বৃদ্ধির কারণে পোর্টফোলিওতে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। কারণ মানুষ যতটুকু টাকা ধরে রাখতে চায় তারচেয়ে বেশি মজুদ রাখে। এই উপলব্ধি বাজারে ভোক্তার বা ক্রেতার সংখ্যা বাড়ায়। ক্রেতার টাকার বিনিময়ে সম্পদ কিনে নেয়, ফলে সম্পদের দাম এবং প্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবর্তিত হয়। অর্থ ও সম্পদের এই বিনিময়ে টাকার প্রবাহ এবং সুদের হার পরিবর্তিত হয়।

২। সুদের হার সামগ্রিক চাহিদাকে প্রভাবিত করে। এই দুটি ধাপই টাকার প্রবাহ সম্পর্কিত বিশ্লেষণে বিদ্যমান।

সুদের হারের সঙ্গে ভোগ ও সরকারি ব্যয়ের সম্পর্ক দেখানো হয়। নিচের ছকে পুরো প্রক্রিয়ার ধাপগুলো তুলে ধরা হলো-



প্রক্রিয়াটির প্রভাব আয় এবং প্রকৃত ভারসাম্যের মধ্যে একটি জটিল যোগসূত্র তৈরি করে। প্রথমত, পোর্টফোলিও ভারসাম্যহীনতার জন্য প্রকৃত ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়। ফলে সুদের হার পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয়ত, সুদের হারের পরিবর্তন সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটায়। এই দুই পরিবর্তনের কারণেই অর্থনীতিতে প্রকৃত অর্থের পরিমাণ বদলে যায় এবং উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। এ থেকে বোঝা যায় পোর্টফোলিওর পরিবর্তন সুদের হারকে পরিবর্তন না করে প্রভাবিত করতে পারে। কিংবা ব্যয় যদি সুদের হারের পরিবর্তনের সঙ্গে বদলে যায়, তাহলে অর্থ এবং উৎপাদন যোগসূত্র সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে।

নির্দিষ্ট আয় সীমায়  
সুদের হার বাড়লে  
সঞ্চয় বাড়বে। মানুষ  
বা ভোক্তার ভোগের  
পরিমাণ কমবে।

সামগ্রিক চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের এই সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ভোগ চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের বিদ্যমান সম্পর্কের জন্য। নির্দিষ্ট আয় সীমায় সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় বাড়বে। মানুষ বা ভোক্তার ভোগের পরিমাণ কমবে।

### আর্থিক নীতির হাতিয়ারসমূহ

আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের মূল নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিসমূহ হল-

১. অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ
২. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
৩. তারল্য নিয়ন্ত্রণ
৪. অগ্রিম নিয়ন্ত্রণ
৫. সুদের হার নিয়ন্ত্রণ।

উপরের পাঁচটি শক্তির যে কোনো একটি বা একাধিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ করে আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করা হয়। আর এই শক্তিসমূহ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ হলো-

১. **খোলা বাজার নীতি** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বেশি পরিমাণ ঋণপত্র বিক্রয় করে তখন জনগণের হাতে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের হাতে নগদ অর্থ কমে যায়, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দানের ক্ষমতা কমে যায় এবং অর্থনীতিতে ঋণ সংকোচন ঘটে। আবার যদি কখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে প্রচুর নগদ অর্থ চলে যায়। ব্যাংকগুলোর ঋণদানের ক্ষমতা বেড়ে যায়। অর্থনীতিতে সম্প্রসারণ শুরু হয়। তাই অর্থনৈতিক সংকোচন-সম্প্রসারণে খোলা বাজার নীতি সহায়ক হতে পারে।
২. **নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট আমানতের নির্দিষ্ট জমা রাখে, যাকে রিজার্ভের হার বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি এই রিজার্ভের হারের পরিবর্তন করে তাহলে অবশ্যই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দান ক্ষমতা বাড়তে পারে বা কমতে পারে। তথা অর্থনৈতিক উত্থান-পতনে অর্থনীতির এই হাতিয়ারটি সহায়ক হতে পারে।
৩. **ব্যাংক হার** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ছুন্ডি বাট্টা করে তাকে ব্যাংক হার বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ছুন্ডি কম বাট্টা (ভাঙাবে) করবে। আবার ব্যাংক হার কমালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি পরিমাণ ছুন্ডি ভাঙাবে। এতে অর্থের যোগান ও ঋণের যোগান বেড়ে যেতে পারে। তাই ব্যাংক হার আর্থিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।
৪. **নোট প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ** : আর্থিকনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল নোট প্রচলন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন নোট প্রচলন করে বা প্রচলিত নোটের একাংশ জমা রেখে বা অচল করেও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
৫. **রিজার্ভের হার** : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের মোট আমানতের নির্দিষ্ট অংশ দৈনন্দিন আমানতকারীদের ও ঋণ গ্রহণকারীদের চাহিদা পূরণের জন্য হাতে ধরে রাখে। এটি মোট আমানতের নির্দিষ্ট অংশ যা বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি এই রিজার্ভের হার হ্রাসের সুযোগ দেয় তাহলে ঋণ সৃষ্টি বেশি হবে। আবার যদি রিজার্ভের হার বাড়ানো হয় তাহলে ঋণ প্রদান ক্ষমতা কমে যাবে।
৬. **তারল্যতার অনুপাত** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময়ই ব্যাংক হার, খোলা বাজার নীতি, রিজার্ভের হার বা নগদ জমা অনুপাতের পরিবর্তনের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তখন তারল্যতার অনুপাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যাংকের মোট সম্পদের সঙ্গে তরল সম্পদ (নগদ, বিল, সরকারি ঋণপত্র)-এর অনুপাতই এই তারল্যতার অনুপাত বাড়ালে ব্যাংকগুলোর ঋণদান

ক্ষমতা কমে যাবে। আবার তারল্যতার অনুপাত কমালে ব্যাংকগুলোর ঋণপ্রদান ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

৭. নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ : উপরের ছয়টি হাতিয়ারই হল পক্ষপাতহীন যা সব ব্যাংক ও সব আমানতকারীদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ মূলত পক্ষপাতমূলক। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে বিশেষ খাতে ঋণ দেয়ার অধিকার দেয়া হয়। এ ধরনের হাতিয়ার দ্বারা জাতীয় প্রাধান্যপূর্ণ খাতকে সহযোগিতা করা যায়। এ ধরনের ঋণদান নীতি ব্যাংকিং-এর ভাষায় ঋণের রেশনিং বলে।
৮. ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল : কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাই কোনো সময় যদি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়ে তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই হাতিয়ারটিকে ব্যবহার করতে পারে।
৯. নৈতিক অনুরোধ : সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায়ই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম তদারকি বা পরিদর্শন করে এবং উপদেশ দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এসব নির্দেশ আদেশের মতো পালন করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নৈতিক অনুরোধ বা উপদেশ দ্বারা ঋণের সম্প্রসারণ বা সংকোচন করতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, আর্থিক নীতির সবগুলো হাতিয়ার সব সময় একসঙ্গে ব্যবহার করা হবে এমন কথা নয়। যে কোনো একটি বা একাধিক একসঙ্গে ব্যবহার হতে পারে। এখানে আর্থিক নীতি যে হাতিয়ারটির মাধ্যমে বেশি কার্যকর হবে। কর্তৃপক্ষ সেই হাতিয়ারটি বেশি জোর দিয়ে ব্যবহার করবে।

#### তারল্য ফাঁদ

আর্থিক নীতির প্রভাব এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে দুটো চরম অবস্থা গবেষকদের নজর কেড়েছে। প্রথমটি তারল্য ফাঁদ। এ অবস্থায় ভোক্তারা একটি নির্দিষ্ট সুদের হারের বিপরীতে যে কোনো সরবরাহকৃত অর্থ ধরে রাখতে আগ্রহী। এ থেকে বোঝা যায় অর্থের পরিমাণ LM রেখাকে সরাতে পারে না। LM রেখাটি সমান্তরাল থাকে। এক্ষেত্রে খোলাবাজার কার্যক্রম সামগ্রিক আয় বা সুদের হারের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। তারল্য ফাঁদের সময় আর্থিক নীতি অকেজো।

সুদের হার যখন শূন্য তখন তারল্য ফাঁদের উদ্ভব হতে পারে। কারণ, শূন্য সুদের হারের বিপরীতে মানুষ টাকা/ অর্থের মূল্য যেকোনো বন্ডের মূল্যের চেয়ে বেশি মনে করবে। কারণ লেনদেনের সময় টাকার মূল্যের পরিবর্তন হতে পারে। যা ঐ অবস্থায় বন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ফলে এ অবস্থায় কোনোভাবেই ভোক্তারা টাকার বিনিময়ে বন্ড কিনবে না। তাই বন্ডের সুদের হারও কমবে না। এই অবস্থায় অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ বাড়ালেও আয় বা সুদের হার প্রভাবিত হবে না। অর্থনীতি তারল্য ফাঁদের কবলে পড়বে। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ স্যার জন মেনার্ড কেইনস যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন তার থেকেই তারল্য ফাঁদের অবস্থার উৎপত্তি। যদিও বাস্তবে এই অবস্থার সৃষ্টি এখনও হয়নি।

ভোক্তারা একটি নির্দিষ্ট সুদের হারের বিপরীতে যে কোনো সরবরাহকৃত অর্থ ধরে রাখতে আগ্রহী। এ থেকে বোঝা যায় অর্থের পরিমাণ LM রেখাকে সরাতে পারে না।

#### সনাতন বা ক্লাসিক্যাল ধারণা

সমান্তরাল LM রেখার লম্বভাবে অবস্থিত রেখাটি উল্লম্ব LM রেখা। এই রেখাটি বিবৃত করে আর্থিক নীতি আয়ের সীমাকে প্রভাবিত করে না। অর্থাৎ অর্থ বা টাকার চাহিদা সুদের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে প্রভাবমুক্ত।

গাণিতিক সমীকরণ থেকে LM রেখা

$$\frac{\bar{M}}{P} = ky - hi$$

যদি  $h=0$  হয়। তাহলে  $\frac{\bar{M}}{\bar{P}}$  প্রকৃত অর্থের প্রবাহে একটি নির্দিষ্ট আয় সীমায় পৌঁছানো সম্ভব। যা থেকে

LM রেখার উল্লম্ব অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। LM-এর উল্লম্ব অবস্থানই সনাতন বা ক্লাসিক্যাল ধারণাকে প্রতিফলিত করে। সমীকরণটিতে  $h=0$  বসালে-

$$\bar{M} = k\bar{p}y$$

এ থেকে বোঝা যায় উল্লিখিত বা বিবৃত জিডিপি,  $P \times Y$ , টাকার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এটাই সনাতন 'অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব'। অর্থের পরিমাণের উপর উল্লিখিত বা বিবৃত আয় নির্ভর করে। এটাই তত্ত্বটির মূল কথা। LM রেখা উল্লম্বভাবে অবস্থিত হলে তা টাকার পরিমাণের পরিবর্তনের কারণে আয় সীমার উপর সর্বাধিক স্থিতিশীল প্রভাব ফেলে। অন্য অবস্থার সঙ্গে LM রেখার উল্লম্ব অবস্থান তুলনা করলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে। LM রেখার উল্লম্ব অবস্থানে IS রেখার পরিবর্তনে আয় সীমার কোনো তারতম্য ঘটে না। সে কারণে উল্লম্ব LM রেখার অবস্থানে আয় সীমার উপর আর্থিক নীতি সর্বাধিক প্রভাব ফেলতে পারে। রাজস্বনীতি কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। এ অবস্থাকে অর্থই উৎপাদনের মূল অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় টাকার চাহিদা সুদের হারের তারতম্যের উপর প্রভাবিত হয় না বলে সুদের প্রভাবমুক্ত নীতিমালা নিতে হয়।

একনজরে আর্থিক নীতি

<b>উদ্দেশ্য</b>	
১. আয় বাড়ানো	২. পূর্ণ নিয়োগ অর্জন
৩. প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো	৪. দাম স্তর স্থিতিশীলকরণ
৫. আয় বন্টনে সমতা	৬. লেনদেন ভারসাম্যের উন্নয়ন
৭. বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ	
<b>লক্ষ্য</b>	
১. অর্থের যোগান	২. ঋণ
৩. তারল্য	৪. সুদের হার
<b>হাতিয়ারসমূহ</b>	
১. খোলা বাজার নীতি	২. রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ
৩. প্রয়োজনীয় রিজার্ভের পরিবর্তন	৪. বিশেষ আমানত
৫. ঋণ সম্প্রসারণশীল	৬. ঋণের সংমিশ্রণ
৭. ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল	৮. ব্যাংক হার

**সারসংক্ষেপ**

দেশে অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরকারি বন্ড, ট্রেজারি বিল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াটিই খোলা বাজার কার্যক্রম। টাকার চাহিদা ও সুদের হার যদি অতি প্রতিক্রিয়াশীল না হয়, তাহলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার প্রবাহ পরিবর্তন সুদের হারের বৃহৎ পরিবর্তন ঘটাবে। যার প্রভাব পড়বে বিনিয়োগ চাহিদার বৃদ্ধির মাধ্যমে। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে প্রথমে সুদের হার হ্রাস করা সম্ভব। স্বল্প সুদের হারের কারণে ভোক্তারা তাদের পোর্টফোলিও নতুনভাবে সাজায়, যা পরবর্তীতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে। নির্দিষ্ট আয় সীমায় সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় বাড়বে। মানুষ বা ভোক্তার ভোগের পরিমাণ কমবে। ভোক্তারা একটি নির্দিষ্ট সুদের হারের বিপরীতে যে কোনো সরবরাহকৃত অর্থ ধরে রাখতে আগ্রহী।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

## নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

- |  |             |
|--|-------------|
| ১. যে অর্থ জনগণের লেনদেনে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রচলিত মুদ্রা বলে।                 | সত্য/মিথ্যা |
| ২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধু নতুন নোট প্রচলন করে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। | সত্য/মিথ্যা |
| ৩. নির্দিষ্ট আয় সীমায় সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় কমে।                           | সত্য/মিথ্যা |

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ কি?
২. ব্যাংক হার কি?
৩. সংকীর্ণ ও বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান বলতে কি বোঝায়?
৪. আর্থিক নীতিতে তারল্য ফাঁদ কি?

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. আর্থিক নীতি কি? আর্থিক নীতির হাতিয়ারসমূহ আলোচনা করুন।
২. সামগ্রিক চাহিদায় আর্থিক নীতি কিভাবে প্রভাব রাখে?

## নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. মিথ্যা



## পাঠ-২

## রাজস্বনীতি

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- রাজস্বনীতি
- রাজস্বনীতির উদ্দেশ্যসমূহ
- রাজস্বনীতির হাতিয়ারসমূহ
- ক্রাউডিং আউট

সরকার দেশের আয়, উৎপাদন, দামস্তর এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কর নীতি, ব্যয় নীতি বাজেট নীতি এবং ঋণ নীতির সাহায্য নিয়ে থাকে, যাকে রাজস্ব নীতি বলা হয়।

সহজ কথায় রাজস্বনীতি বলতে সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালাকে বোঝায়। সরকার দেশের আয়, উৎপাদন, দামস্তর এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কর নীতি, ব্যয় নীতি বাজেট নীতি এবং ঋণ নীতির সাহায্য নিয়ে থাকে, যাকে রাজস্ব নীতি বলা হয়। রাজস্বনীতি সম্পর্কে ক্লাসিক্যালদের ধারণা অত্যন্ত কট্টর ছিল। তারা অবাধ অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মনে করতেন বাজার ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। যার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ মোটেও কাম্য নয়। Say-এর বক্তব্য অনুসারে 'যোগান নিজেই তার নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে', তাই সরকারি হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। তাদের ধারণায় Sound Fiscal policy হলো নিরপেক্ষ রাজস্বনীতি, যা দুটি দিক নিয়ে কাজ করে।

১. সরকারি ব্যয় যতদূর সম্ভব হ্রাস করতে হবে এবং
২. সরকারি হস্তক্ষেপ যতটুকু সম্ভব পরিহার করতে হবে।

তারা সরকারি হস্তক্ষেপকে Necessary evil বলে চিহ্নিত করেন।

১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দা ক্লাসিক্যালদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করে। কেইন্স জোর দিয়ে রাজস্বনীতির পরিসর সম্প্রসারণে মত দেন। তিনি মনে করেন আর্থিক নীতি মন্দাবস্থায় ব্যর্থ হবে, কিন্তু রাজস্বনীতি মন্দা পরিদ্রাণে সফল ভূমিকা রাখবে। তিনি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং কর বৃদ্ধি করে রাজস্বনীতিকে তিনটি ধারণায় বিভক্ত করেন।

১. নিরপেক্ষ রাজস্বনীতি (Neutral Fiscal policy)

২. সম্প্রসারণমুখী রাজস্বনীতি (Expansionary Fiscal policy)

৩. সংকোচনমূলক রাজস্বনীতি (Contractionary Fiscal policy)। রাজস্বনীতি বাস্তবায়ন করা হয় বাজেটনীতির মাধ্যমে। যা সুষম বাজেট, ঘাটতি বাজেট এবং উদ্বৃত্ত বাজেট বলে পরিচিত। রাজস্বনীতি প্রয়োগ করা হয় কর বৃদ্ধি করা, হ্রাসের মাধ্যমে, ট্যাক্স হলিডে, ভর্তুকিনীতি, ব্যয়নীতি, ঋণনীতি, সঞ্চয়নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে।

## রাজস্বনীতির উদ্দেশ্যসমূহ

রাজস্বনীতি আজকাল বহুবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। অর্থনীতির অবস্থা রাজস্বনীতির উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে। উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশে রাজস্বনীতির উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে। একইভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত অর্থনীতি এবং স্থিতিশীল অর্থনীতিতে রাজস্বনীতির উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে। নিচে রাজস্বনীতির মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

**১. পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করা :** উন্নয়নশীল দেশে রাজস্বনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করা। অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহারের জন্য রাজস্বনীতি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার ত্বরান্বিত করে। সরকার তার আয়, ব্যয়নীতির মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। দ্রব্যমূল্য বাড়লে উৎপাদনকারীদের মূনাফা বাড়ে। মূনাফা বাড়লে সম্পদের চাহিদা বাড়ে এবং বিনিয়োগ বাড়ে। যা অর্থনীতিতে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণ নিয়োগের দিকে ধাবিত করে। বাস্তবে পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করা কঠিন। তবে অর্থনীতিবিদগণ নির্দিষ্ট মাত্রার বেকারত্ব (১০% বা ৫%) নিয়ে সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ ধারণা ব্যবহার করেন। রাজস্বনীতি এ ধরনের নিয়োগ অর্জনে সহায়ক।

বাস্তবে পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করা কঠিন। তবে অর্থনীতিবিদগণ নির্দিষ্ট মাত্রার বেকারত্ব (১০% বা ৫%) নিয়ে সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ ধারণা ব্যবহার করেন। রাজস্বনীতি এ ধরনের নিয়োগ অর্জনে সহায়ক।

**২. মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা :** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য মূল্য স্থিতিশীল রাখা আবশ্যিক। মূল্যস্তর কমলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ প্রত্যাশা কমে যায়, কারণ মূনাফা হ্রাস পায়। বিনিয়োগ প্রত্যাশা কমলে দেশে আয়, নিয়োগ ও উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। বাণিজ্য চক্রের মন্দাবস্থা নেমে আসে। সমাজে আয় বন্টনে চরম অসমতা সৃষ্টি হয়। ঋণ গ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঋণদাতারা লাভবান হয়।

অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হলে আয়, নিয়োগ ও উৎপাদন বাড়তে থাকে, অতি চাহিদা সৃষ্টি হয়। উচ্চ আয়ের লোকের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং নিম্ন ও স্থির আয়ের লোকদের কষ্ট সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধি অবস্থা চরমে পৌঁছে এবং অর্থনীতি দ্রুত মন্দার দিকে ধাবিত হতে থাকে। এরূপ মূল্যস্তরের উত্থান-পতন রোধকল্পে রাজস্বনীতি ব্যবহার করা হয়। মন্দার সময় সম্প্রসারণমুখী রাজস্বনীতি তথা ঘাটতি বাজেট এবং সমৃদ্ধির সময় সংকোচনমুখী রাজস্বনীতি অবলম্বন করে তথা উদ্বৃত্ত বাজেট গ্রহণ করে সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে।

**৩. সম্পদের কাম্য নিয়োগ বিন্যাস :** রাজস্বনীতি শুধু মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা এবং সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের ব্যবধান দূরীকরণে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে সম্পদের কাম্য নিয়োগ বিন্যাস নিশ্চিত করতে রাজস্বনীতি সহায়ক। অনুন্নত এলাকার মধ্যে সম্পদের বৈষম্য সৃষ্টি হলে উন্নত এলাকার ব্যয় কমিয়ে দিয়ে এবং কর বাড়িয়ে দিয়ে উন্নত এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ স্তিমিত করা যেতে পারে। আবার অনুন্নত এলাকায় সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে এবং কর মওকুফ করে উন্নয়ন সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। বিশেষ শ্রেণীর শ্রমের ব্যবহারের জন্য বা বিশেষ সম্পদের অপব্যবহার বা অব্যবহার সমস্যা সমাধানে দীর্ঘকালে রাজস্বনীতি ব্যবহার করা যায়।

বিশেষ শ্রেণীর শ্রমের ব্যবহারের জন্য বা বিশেষ সম্পদের অপব্যবহার বা অব্যবহার সমস্যা সমাধানে দীর্ঘকালে রাজস্বনীতি ব্যবহার করা যায়।

**৪. আয় বৈষম্য হ্রাসকরণ :** ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য সৃষ্টি হবেই। প্রতিভাবান, কর্মঠ এবং পৈত্রিক সম্পত্তিধারীদের আয় থাকে বেশি এবং অলস, অদক্ষ প্রতিভাহীন, পৈতৃক সম্পত্তিহীন এবং অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীর লোকদের আয় কম থাকে। এ বৈষম্য দিনদিন বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি এ ধরনের বৈষম্য রোধ করতে পারে না। যেজন্য রাজস্বনীতি সহায়ক। সরকার প্রগতিশীল করনীতি এবং ব্যয়নীতি অবলম্বন করে এ ধরনের আয় বৈষম্য দূরীকরণ করতে পারে।

**৫. অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** উন্নয়নশীল দেশের রাজস্বনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা। উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতি, কম সঞ্চয় প্রবণতা, নিম্ন বিনিয়োগ, উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারজনিত সমস্যা প্রকট। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব সমস্যা সমাধান হয় না। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন আবশ্যিক, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয় না। রাজস্বনীতি এসব সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হয়।

#### অনুন্নত দেশে রাজস্বনীতির উদ্দেশ্যসমূহ

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রাজস্বনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য পেরেটোর (Pareto) কাম্যাবস্থা অর্জন। বাজার অর্থনীতির সীমাবদ্ধতাসমূহের কারণে পেরেটোর কাম্যতা অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে, যা দূরীকরণ করতে রাজস্বনীতি সহায়ক। উন্নয়নশীল দেশে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমদানি-রপ্তানি শুল্কনীতি সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই এরূপ অবস্থার মোকাবেলা করতে পারে।

৫. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা : উন্নয়নশীল দেশে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা বিদ্যমান। রাজস্বনীতির মাধ্যমে প্রকৃত সম্পদের সরবরাহ করে এরূপ মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কাঠামোগত অনমনীয়তা, অপূর্ণাঙ্গ বাজার ব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা, শ্রমিকদের চাপে মজুরি বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রগতিশীল আয়কর আরোপ করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রাজস্বনীতির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করে প্রগতিশীল কর আরোপ করে, দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে আয় বন্টনে অসমতা হ্রাস করা যায়।

৬. আয় বন্টনে সমতা আনা : রাজস্বনীতির দ্বারা আয়স্তর বাড়বে এবং আয় বন্টনে পরিবর্তন আসবে। রাজস্বনীতির মাধ্যমে সমাজে আয়ের অসম বন্টন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আয় বন্টনে অসমতা বেশি থাকলে সামাজিক অসন্তোষ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেশি থাকে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে বিলাসবহুল ভোগ ও ফটকা মজুদ, প্রকৃত সম্পদ ক্রয়, স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈদেশিক মুদ্রা ধরে রাখার প্রবণতা মানুষের বেশি থাকে। রাজস্বনীতি এসব সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। রাজস্বনীতির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করে প্রগতিশীল কর আরোপ করে, দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে আয় বন্টনে অসমতা হ্রাস করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষণীয় যে, উন্নয়নশীল দেশে রাজস্বনীতির উদ্দেশ্যসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আয় ও নিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্যস্তর স্থিতিশীলকরণে সহায়ক।

### রাজস্বনীতির হাতিয়ারসমূহ

প্রতিটি দেশ তার আয়-ব্যয় নীতি হিসাবে বেশ কিছু হাতিয়ারের সাহায্য নেয় তথা বেশ কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের আয়-ব্যয় পরিচালনা করা হয়। যা রাজস্বনীতির হাতিয়ার হিসাবে পরিচিত। নিচে সংক্ষেপে রাজস্বনীতির হাতিয়ার সমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হলো-

সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রা সংকোচন অথবা সমৃদ্ধি ও বেকারত্ব রোধ করা সম্ভব।

১. সরকারি ব্যয় : সরকার তার রাজস্বনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যয় নীতিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। সরকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করে। যা সরকারের চিরাচরিত ব্যয় হিসাবে গৃহীত হতে পারে। অথবা উন্নয়নের প্রয়োজনে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে পারে। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে ব্যয়, নিয়োগ, উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলা সম্ভব। সরকারি ব্যয় হস্তান্তর মূলক হতে পারে, যেমন সরকার বেকার ভাতা, পেনশন, সরকারি ঋণের সুদ প্রভৃতি খাতে ব্যয় করতে পারে। যা রাজস্বনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে অনেকেই উল্লেখ করেন। সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রা সংকোচন অথবা সমৃদ্ধি ও বেকারত্ব রোধ করা সম্ভব।

সরকারি শিক্ষা খাতে ও চিকিৎসা খাতে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিয়ে অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে চায়। এ ধরনের ভর্তুকি নীতি আয়, নিয়োগ, উৎপাদন এবং দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

২. কর রাজস্ব : সরকারি অর্থ ব্যবস্থার তথা রাজস্বনীতির অন্যতম হাতিয়ার হল কর রাজস্ব। সরকার করনীতির মাধ্যমে জনগণের সম্পদ বন্টনে প্রভাব ফেলতে পারে। কর কাঠামোতে প্রগতিশীলতা ও অধঃপ্রগতিশীলতা দ্বারা সরকার কাম্য পরিবর্তন আনতে পারে। বিভিন্ন ধরনের করের মধ্যে বাছ-বিচার করে দেশের আয়, নিয়োগ, উৎপাদন ও মূল্যস্তরের উপর শুভ প্রভাব রচনার জন্য কর ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. ভর্তুকির নীতি : সরকার তার রাজস্ব ব্যবস্থায় ভর্তুকি নীতির স্থান দিতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং জনকল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভর্তুকি নীতি রাজস্বনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারি শিক্ষা খাতে ও চিকিৎসা খাতে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিয়ে অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে চায়। এ ধরনের ভর্তুকি নীতি আয়, নিয়োগ, উৎপাদন এবং দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৪. সরকারি ঋণ : সরকার রাজস্বনীতির হাতিয়ার হিসাবে ঋণনীতিকে ব্যবহার করেন। সরকার জনগণের কাছ থেকে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এরূপ ঋণ গ্রহণ করে জনগণের

ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং অর্জিত অর্থ দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে। অর্থনীতিতে আয়, নিয়োগ, উৎপাদন ও দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।

৫. নতুন করনীতি : রাজস্বনীতির হাতিয়ার হিসাবে নতুন করনীতি ভূমিকা রাখে। সরকার অনেক সময় দেশের বিশেষ প্রয়োজনে নতুন কর ব্যবস্থার সাহায্য নেয়। এরূপ কর থেকে সংগৃহীত অর্থ দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

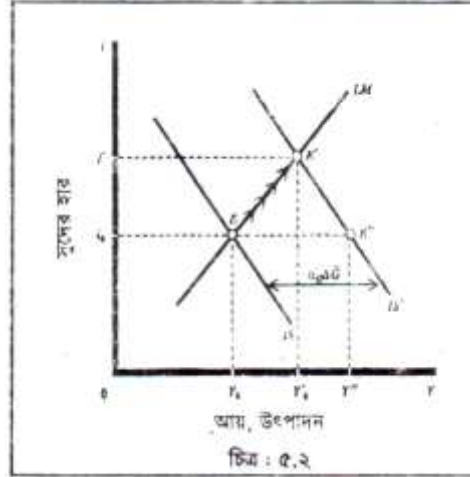
৬. বাধ্যতামূলক সঞ্চয় : বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (Forced Saving) রাজস্বনীতিতে ভূমিকা রাখে। সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুরো বেতন না দিয়ে আংশিক ঋণপত্রের মাধ্যমে দিতে পারেন। অথবা বাধ্যতামূলকভাবে বেতনের একাংশ কল্যাণ তহবিল বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে রাখতে পারেন। যার ফলে অর্থনীতিতে আয়, নিয়োগ ও উৎপাদনের উপর প্রভাব পড়বে।

### সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

৫.২ চিত্র দেখায় রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আয় ও সুদের হারের পরিবর্তন। সুদের হার যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। সেজন্য IS রেখাকে IS' পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। সুদের হারের পরিবর্তন নির্ভর করবে  $\alpha_G$  এবং সরকারি ব্যয়ের গুণফলের উপর। ধরুন, সরকারি ব্যয় ১০০ ইউনিট বাড়লো যেখানে গুণক=২, সেখানে ভারসাম্য আনতে নির্দিষ্ট সুদের হারের জন্য আয় বাড়তে হবে ২০০। সে কারণে IS রেখা ২০০ ইউনিট ডানদিকে সরে যাবে। ৫.২ চিত্র

অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে অর্থনীতি যদি E বিন্দুতে ভারসাম্যবাহু থাকে তাহলে সরকারি ব্যয় ১০০ ইউনিট বৃদ্ধিতে ভারসাম্য পরিবর্তন হবে। সুদের হার অপরিবর্তিত হলে নতুন ভারসাম্য হবে E' বিন্দুতে। এখানে পণ্য বাজারে ভারসাম্য থাকলেও সম্পত্তির বাজারে ভারসাম্যহীনতা নষ্ট হয়। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণের চাহিদাও বাড়ে। প্রকৃত অর্থের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সুদের হার বৃদ্ধি পায়। প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পিত বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে সামগ্রিক চাহিদা কমে আসে। ৫.২ চিত্র অনুসারে E' বিন্দুতে পণ্য ও সম্পত্তি বাজারে ভারসাম্য বিদ্যমান। এখানে পরিকল্পিত ব্যয়

আয়ের সমান এবং একই সঙ্গে প্রকৃত অর্থের চাহিদা ও প্রকৃত অর্থের প্রবাহ সমান। এ জন্য E' বিন্দু অর্থনীতির সরকারি ব্যয় সম্প্রসারণের পর একমাত্র ভারসাম্য বিন্দু।



সুদের হার যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন বাড়াতে হবে।

### সমস্বয়ের গতিশীলতা

ধারণা করা হয় অর্থের বাজারের গতি এবং সমস্বয়ের তুলনায় উৎপাদন ধীরগতিতে পরিবর্তিত হয় বা ভারসাম্যে ফিরে আসে। যখন সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায় তখন অর্থনীতির প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু E. অর্থ বাজারেও কোনো সমস্যা নেই। পণ্যের অতিরিক্ত চাহিদা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদন বাড়াতে বাধ্য করে। উৎপাদন বৃদ্ধির পর্যায়ক্রমে অর্থের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। অর্থের চাহিদা বৃদ্ধির চাপ সুদের হার বৃদ্ধি করে। ফলে LM রেখার উপর IS' উপরের দিকে ওঠে। উৎপাদন এবং সুদের হার পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির পর নতুন ভারসাম্য আসে E' বিন্দুতে।

উৎপাদন বৃদ্ধির পর্যায়ক্রমে টাকার চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। অর্থের চাহিদা বৃদ্ধির চাপ সুদের হার বৃদ্ধি করে।

### ক্রাউডিং আউট

যখন রাজস্ব নীতির সম্প্রসারণ কার্যাবলী সুদের হার এমনভাবে বৃদ্ধি করে যে বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ মাত্রা কমে যায় তখন ক্রাউডিং আউটের সৃষ্টি হয়।

E' এবং E বিন্দু তুলনা করলে বোঝা যায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিতে আয় এবং সুদের হারও বেড়ে যায়। সুদের হার পরিবর্তিত না হলে পণ্য বাজারে E' নামে আরেকটি ভারসাম্য বিন্দুর সৃষ্টি হয়। E'' এবং E' বিন্দু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় সুদের হারে সমন্বয় এবং সামগ্রিক চাহিদার উপর প্রভাব সরকারি ব্যয়ের সম্প্রসারণ কার্যক্রম অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। এজন্য আয় Y'' পর্যন্ত না হয়ে Y<sub>0</sub>' পর্যন্ত হয়েছে। এর মূল কারণ সুদের হারে বৃদ্ধি (i<sub>0</sub> এবং i<sub>0</sub>') বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থাই ক্রাউডিং আউট। যখন রাজস্বনীতির সম্প্রসারণ কার্যাবলী সুদের হার এমনভাবে বৃদ্ধি করে যে বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ মাত্রা কমে যায় তখন ক্রাউডিং আউটের সৃষ্টি হয়। ক্রাউডিং আউটের মাত্রা কয়েকটি অবস্থা সৃষ্টি করে, যা IS ও LM রেখার উপর প্রভাব ফেলে। ফলে উৎপাদন যতখানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে ততোটুকু হয় না। এগুলো হলো-

- ক) যখন আয় বৃদ্ধির হার বেশি কিন্তু সুদের হারের বৃদ্ধির মাত্রা বেশি তখন LM রেখা প্রায় সমতল হয়ে যায়।  
খ) যখন আয় বৃদ্ধির হার কম কিন্তু সুদের হারের বৃদ্ধির মাত্রা কম তখন IS প্রায় সমতল হয়।  
গ) আয় এবং সুদের হার যতো বেশি বৃদ্ধি পায় গুণক  $\alpha G$  ততো বৃদ্ধি পায়, ফলে IS রেখার সমান্তরাল প্রতিস্থাপন ঘটে।  
ক্রাউডিং আউট যতো বাড়ে, সরকারি ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুদের হারও বাড়ে।

### তারল্য ফাঁদ

যখন অর্থনীতি তারল্য ফাঁদে থাকে তখন LM রেখা সমান্তরাল বা উল্লম্ব অবস্থায় থাকে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে গুণকের প্রভাব আয় সীমায় পড়ে। ভারসাম্যে থাকাকালীন সুদের হার পরিবর্তিত হয় না, ফলে বিনিয়োগও কমে না। এ অবস্থায় আর্থিক নীতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ সময় রাজস্বনীতি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যভাবে, টাকার চাহিদা সুদের হারের সঙ্গে খুব প্রতিক্রিয়াশীল হলে রাজস্ব নীতির পরিবর্তন উৎপাদনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আর্থিক নীতির পরিবর্তনে উৎপাদনের পরিবর্তন লঘু হয়।

অর্থের চাহিদা সুদের হারের সঙ্গে খুব প্রতিক্রিয়াশীল হলে রাজস্ব নীতির পরিবর্তন উৎপাদনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আর্থিক নীতির পরিবর্তনে উৎপাদনের পরিবর্তন লঘু হয়।

### সনাতন ধারণা এবং ক্রাউডিং আউট

LM রেখা উল্লম্ব হলে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিতে ভারসাম্য অবস্থায় আয়সীমা ও সুদের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিতে IS রেখা অবস্থান পরিবর্তন করলেও আয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। যদি অর্থের চাহিদা সুদের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয় তাহলে আয় সীমা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে অর্থ বাজার ভারসাম্যাবস্থায় থাকে। LM রেখার উল্লম্ব অবস্থান দিয়ে এ অবস্থা প্রকাশিত হয়। তাই উল্লম্ব LM রেখার অবস্থানে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি শুধু সুদের হার বৃদ্ধি করে। ভারসাম্যাবস্থায় আয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু, যদি সরকারি ব্যয় বাড়ে এবং উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যয়ে নিশ্চয়ই বিপরীতমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সুদের হার বৃদ্ধিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পায়। বিনিয়োগের পরিমাণ সরকারি ব্যয়ের পরিমাণের সমান হয়। LM রেখা উল্লম্ব হলেই ক্রাউডিং আউটের সৃষ্টি হয়। রাজস্ব সম্প্রসারণের কারণে সুদের হার বৃদ্ধি পায়। সেই ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে যায়।

### ক্রাউডিং আউট কি অবশ্যম্ভাবী

ক্রাউডিং আউট হবে কি না তা বিবেচনা করার আগে তিনটি বিষয় বিশ্লেষণ বা যাচাই করা উচিত-

প্রথমত:পূর্ণ নিয়োগ স্তরের নিচের অর্থনীতিতে যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ আছে, যেখানে মূল্য বিবৃত সেখানে যখন রাজস্ব সম্প্রসারণ ঘটছে তখন চাহিদা বাড়ে। প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকরা জনবল ভাড়া করে

উৎপাদন বাড়াচ্ছে কিন্তু যখন উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ থাকছে না তখন পণ্যের দাম বাড়ছে। কারণ বাড়তি চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়।

**দ্বিতীয়ত:** যে অর্থনীতিতে অব্যবহৃত উপাদান আছে সেখানে ক্রাউডিং আউট সম্ভব না। কারণ LM রেখা উল্লম্ব নয়। রাজস্বনীতির সম্প্রসারণ সুদ এবং আয়ের সীমা দুটোই বৃদ্ধি করবে। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য আয় বাড়বে। ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ঘাটতি বাজেট অর্থায়ন সম্ভব হবে ব্যক্তিগত ব্যয় না কমিয়েই। সমীকরণ অনুসারে-

$$S = I + (G + TR - TA)$$

এখানে  $G + TR - TA$  অংশটি ঘাটতি বাজেট। তাহলে সমীকরণ অনুযায়ী এই অংশটি বাড়লে একটি নির্দিষ্ট সঞ্চয় সীমায় বিনিয়োগ কমে যাবে। সহজভাবে যখন ঘাটতি বাজেট বৃদ্ধি পায় সরকার তখন ধার নেয়। এই ধারের একটি অংশ আসে ভোক্তার সঞ্চয় থেকে। ফলে অর্থনীতিতে উৎপাদকের ধার নেয়ার অংশ কমে যায়। কিন্তু যদি সঞ্চয় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তাহলে একটির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ কমে যাবে না। বেকার সমস্যা সংবলিত অর্থনীতিতে ক্রাউডিং আউট অসম্পূর্ণ। কারণ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি প্রকৃত আয় এবং উৎপাদন বাড়িয়ে দেবে। ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। সুদের হারও সামান্য বাড়বে, ফলে বিনিয়োগ কমে না।

যদি সঞ্চয় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তাহলে একটির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ কমে যাবে না। বেকার সমস্যা সংবলিত অর্থনীতিতে ক্রাউডিং আউট অসম্পূর্ণ।

**তৃতীয়ত:** বেকার সমস্যা থাকাকালীন সুদের হার না বাড়িয়ে শুধু সরকারি কর্মক্রমের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এভাবে ক্রাউডিং আউট সমস্যা এড়ানো যায়। কারণ আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো টাকার প্রবাহ বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মক্রম বা রাজস্ব নীতি কর্মক্রমের সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে। এতে সুদের হার বৃদ্ধি রোধ হয়। বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে সরকার টাকা ছাপায়, তাউপরে বাজারের বন্ডগুলো কিনে নেয়, তা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করে। রাজস্ব সম্প্রসারণের সময় IS ও LM রেখা দুটোই ডানদিকে সরে যায়। উৎপাদন বাড়লেও সুদের হার বাড়েনি। এই পরিবর্তনে বিনিয়োগ মাত্রাও কমে না।

#### সারসংক্ষেপ

সরকার দেশের আয়, উৎপাদন, দামস্তর এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কর নীতি, ব্যয় নীতি, বাজেট নীতি এবং ঋণ নীতির সাহায্য নিয়ে থাকে, যাকে রাজস্ব নীতি বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আয় ও নিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্যস্তর স্থিতিশীলকরণের সহায়ক। যখন রাজস্ব নীতির সম্প্রসারণ কার্যাবলী সুদের হার এমনভাবে বৃদ্ধি করে যে বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ মাত্রা কমে যায় তখন ক্রাউডিং আউটের সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ রাজস্ব নীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপকে সমর্থন করতেন। সত্য/মিথ্যা
২. রাজস্ব নীতি মন্দা অবস্থা নিবারণে সহায়ক। সত্য/মিথ্যা
৩. আয় ও সুদের হার যতো বেশি বৃদ্ধি পায় গুণক ততো বৃদ্ধি পায়। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ক্রাউডিং আউট কি?
২. রাজস্ব নীতিতে তারল্য ফাঁদ বলতে কি বোঝায়?
৩. বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাজস্ব নীতি কি? এই নীতির উদ্দেশ্যসমূহ কি?
২. কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে রাজস্ব নীতি সরকারের আয়-ব্যয় পরিচালনা করে?
৩. রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতা কি? ক্রাউডিং আউট কি অবশ্যম্ভাবী?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. মিথ্যা
২. সত্য
৩. সত্য

## উৎপাদনের সমন্বয় এবং নীতির মিশ্রণ

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- আয় ও সুদের হারের উপর বিভিন্ন নীতির প্রভাব
- আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয়ের যৌক্তিকতা

নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে সম্প্রসারিত আর্থিক ও রাজস্বনীতির প্রভাবে উৎপাদন ও সুদের হারের অবস্থা। শুধু তারল্য ফাঁদ বা সনাতন অবস্থায় অর্থনীতি থাকলেই এর ব্যতিক্রম ঘটবে।

আয় ও সুদের হারের উপর বিভিন্ন নীতির প্রভাব

নীতি	ভারসাম্য আয়	ভারসাম্য সুদের হার
আর্থিক সম্প্রসারণ	+	+
রাজস্ব সম্প্রসারণ	+	+

অর্থনীতিতে ভারসাম্য রাখতে কোন নীতি- আর্থিক না রাজস্ব অবলম্বন করা উচিত তা নিয়ে বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের শেষ নেই। নীতির সময় এবং সংবেদনশীলতা একটি যাচাইয়ের উপায় হলেও বিনিয়োগ, ভোগ এবং সরকারি ব্যয়ের উপর নীতিগুলোর প্রভাব আমরা বিবেচনা করবো।

সামগ্রিক চাহিদার এই উপাদান বা উপাত্তগুলো বিচার করলে আর্থিক ও রাজস্ব নীতির তীব্র পার্থক্য দেখা যায়। আর্থিক নীতি সুদের হারের তারতম্য ঘটিয়ে সুদ-প্রভাবিত উপাদানগুলোর পরিবর্তন ঘটায়, বিশেষত বিনিয়োগ ব্যয়ের। সবচেয়ে আগে প্রভাবিত হয় ঘরোয়া ব্যয়।

অন্যদিকে রাজস্বনীতি কতটুকু প্রভাবিত করে তা নির্ভর করে সরকারের পণ্য ক্রয় কিংবা করের পরিবর্তনের উপর। সরকার বিভিন্ন খাত যেমন- ক্রয় কর, প্রতিরক্ষা খাত, বাণিজ্যিক কর ইত্যাদির জন্য কর হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। প্রতিটি খাতের পরিবর্তনই সামগ্রিক চাহিদাকে প্রভাবিত করবে। তবে প্রভাবের পরিমাণ এবং স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে উপাদান এবং সরকারি নীতির উপর। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ভোগ এবং সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ায়। তবে পরিমাণটি নির্ভর করে অবলম্বিত বা গ্রহণকৃত নীতির উপর। যেমন আয়কর ভোগমাত্রাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অন্যদিকে বিনিয়োগ ভর্তুকি বিনিয়োগ বাড়ায়। যদি টাকার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাহলে রাজস্ব নীতির সম্প্রসারণ সুদের হার বৃদ্ধি করে।

আয়কর ভোগমাত্রাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অন্যদিকে বিনিয়োগ ভর্তুকি বিনিয়োগ বাড়ায়। যদি টাকার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাহলে রাজস্ব নীতির সম্প্রসারণ সুদের হার বৃদ্ধি করে।

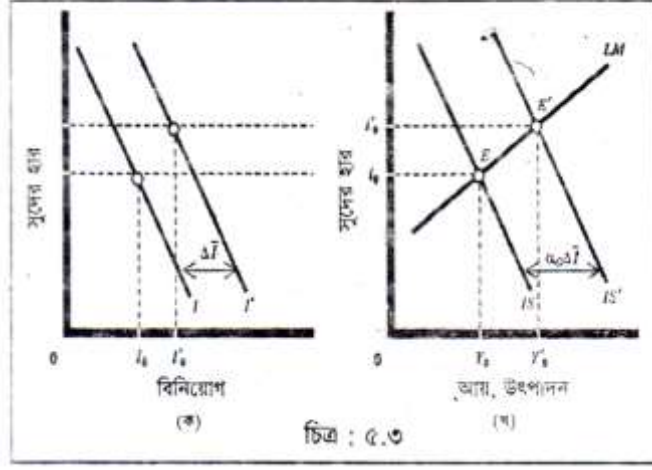
## বিনিয়োগ ভর্তুকি

আয়কর হ্রাস এবং সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি দুটোই একদিকে সুদের হার বাড়ায় অন্যদিকে বিনিয়োগ ব্যয় কমায়। অবশ্য সরকার ইচ্ছে করলে বিনিয়োগে ভর্তুকির মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যয় বাড়াতে পারে। বিনিয়োগ ভর্তুকি মানে সরকার থেকে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের খরচ দিয়ে দেয়া। পুরোটা না হলেও কিছু অংশ বা অনেকাংশ মিটিয়ে দেয়া।

বিনিয়োগ ভর্তুকি অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ায়। প্রত্যেক সুদের হারের বিপরীতে উৎপাদনকারীরা আরও বেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি সামগ্রিক চাহিদাও বাড়ায়।



৫.৩ (খ) চিত্র অনুসারে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং গুণকের গুণফলের সমান পরিমাণে IS রেখাটি সরে আসে। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় বিনিয়োগ ভর্তিকির কারণে। নতুন ভারসাম্য বিন্দু E'। যেখানে পণ্য এবং অর্থের বাজারে ভারসাম্য আছে। চিত্র ৫.৩ (খ) অনুসারে যদিও সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে



তউপরও বিনিয়োগ বেড়েছে (I থেকে I'), সুদের হার বৃদ্ধি বিনিয়োগ ভর্তিকির প্রভাব কমালেও নিষ্ক্রিয় করে দেয়নি। নিচের সারণি রাজস্ব নীতির বিভিন্ন কৌশলের সঙ্গে উৎপাদন এবং সুদের হারের সম্পর্ক দেখাচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব নীতি

রাজস্ব নীতিমালা	সুদের হার	ভোগ	বিনিয়োগ	জিডিপি
আয়কর হ্রাস	+	+	-	+
সরকারি ব্যয়	+	+	-	+
বিনিয়োগ ভর্তিকি	+	+	+	+

আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতি সমন্বয়ের যৌক্তিকতা :

আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতির আপেক্ষিক কার্যকারিতা অর্থনীতিবিদগণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। কারণ শুধু আর্থিক নীতি অর্থনীতির বাঞ্ছিত উন্নয়নে ব্যর্থ হলেও রাজস্বনীতি সহায়ক হতে পারে। অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করলে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনা সম্ভব।

আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতি সমন্বয়ের প্রশ্ন আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। চরম ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ আর্থিক নীতির পূর্ণ সফলতা ব্যাখ্যা করেন এবং রাজস্বনীতির ক্ষেত্রে পূর্ণ Crowding Out effect কার্যকর অর্থাৎ রাজস্বনীতি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে চরম কেইনসীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মন্দাকালীন সময়ে আর্থিক নীতির চরম ব্যর্থতার দিক তুলে ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ দুটি চরম অবস্থা বাদ দিলে আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতির আপেক্ষিক কার্যকারিতা অর্থনীতিবিদগণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। কারণ শুধু আর্থিক নীতি অর্থনীতির বাঞ্ছিত উন্নয়নে ব্যর্থ হলেও রাজস্বনীতি সহায়ক হতে পারে। অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করলে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনা সম্ভব। শুধু তাই নয়, আর্থিক কর্তৃপক্ষ এবং রাজস্বনীতি নির্ধারকের মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠ সমন্বয় না থাকে তবে প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ব্যর্থ হতে পারে। যদিও দুটি কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে কাজ করে তবুও অর্থনীতির স্বার্থে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয় না করলে কোনো নীতিই সফল হবে না। নিচে বিষয়গুলো কয়েকটি অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হলো-

Case (1) : রাজস্বনীতির সমর্থনে আর্থিক নীতি

অর্থবাজারে যদি LM রেখা কিছুটা তারল্য ফাঁদ-এর পর কিছুটা অস্থিতিস্থাপক হয় সে অবস্থায় সরকার যদি সম্প্রসারণমুখী রাজস্বনীতি অবলম্বন করে তবে আয় বৃদ্ধি করতে তেমন সক্ষম নাও হতে পারে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে তবে আয়ের বৃদ্ধি ইঙ্গিত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব।

**Case (2) : আর্থিক নীতির সমর্থনে রাজস্বনীতি :**

মুদ্রাস্ফীতি দমনে আর্থিক নীতির সমর্থনে রাজস্বনীতি সহায়ক হতে পারে। আর্থিক নীতির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও সুদের হার অগ্রহণযোগ্য উচ্চ পর্যায়ে থাকতে পারে। এরূপ সুদের হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে আর্থিকনীতির সমর্থনে রাজস্বনীতি ভূমিকা পালন করবে।

**Case (3) : আর্থিক নীতির ব্যর্থতা ঠেকাতে রাজস্বনীতির প্রভাব :**

কোনো কোনো সময় অর্থবাজারে তারল্য ফাঁদ অবস্থা থাকতে পারে। বিশেষ করে মন্দাবস্থায় এটি স্বাভাবিক ঘটনা।

**Case (4) : রাজস্বনীতির ব্যর্থতা ঠেকাতে অর্থনীতি :**

অর্থনীতির চরম সমৃদ্ধি বিদ্যমান অবস্থায় যদি মুদ্রাস্ফীতি থাকে তাহলে রাজস্বনীতি থাকে। রাজস্বনীতি অবলম্বন করলে মুদ্রাস্ফীতি দমনে কোনো শুভ ফল পাওয়া যাবে না। বরং আর্থিক নীতি অবলম্বন করলে, সামগ্রিক চাহিদা হ্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দমন করা সম্ভব হবে।

**Case (5) : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি রোধে আর্থিক রাজস্বনীতি :**

ধরা যাক, কোনো অর্থনীতিতে উচ্চ সুদের হার আছে। এ সময় অর্থের যোগান বাড়লে সুদের হার কমবে ঠিকই কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করবে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস করলে বা কর বৃদ্ধি করলে সুদের হার যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি মুদ্রাস্ফীতি দূর হবে।

**Case (6) : আর্থিক এবং রাজস্বনীতির মিশ্রণের দ্বারা পূর্ণ নিয়োগ সম্পন্ন আয়অর্জন :**

পূর্ণ নিয়োগ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা একসঙ্গে অর্জন করা বেশ কঠিন। এ দুই কাজ সম্পাদনের জন্য আর্থিক ও রাজস্বনীতির মধ্যে বাছ-বিছার করা প্রয়োজন। শুধু আর্থিক নীতি অথবা শুধু রাজস্বনীতি দ্বারা হয়তো পূর্ণ নিয়োগ অথবা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যে জন্য দুটি নীতির মধ্যে কাম্য মিশ্রণ আবশ্যিক।

**সারসংক্ষেপ**

আয়কর ভোগমাত্রাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অন্যদিকে বিনিয়োগ ভর্তুকি বিনিয়োগ বাড়ায়। যদি টাকার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাহলে রাজস্ব নীতির সম্প্রসারণ সুদের হার বৃদ্ধি করে। আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতির আপেক্ষিক কার্যকারিতা অর্থনীতিবিদগণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। কারণ শুধু আর্থিক নীতি অর্থনীতির বাঞ্ছিত উন্নয়নে ব্যর্থ হলেও রাজস্বনীতি সহায়ক হতে পারে। অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করলে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. যদি টাকার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাহলে রাজস্বনীতির সম্প্রসারণ সুদের হার বৃদ্ধি করে।  
সত্য/মিথ্যা
২. বিনিয়োগ বৃদ্ধি সামগ্রিক চাহিদাকে কমায়।  
সত্য/মিথ্যা
৩. অর্থনীতির চরম সমৃদ্ধির সময় মুদ্রাস্ফীতি থাকলে রাজস্বনীতি মুদ্রাস্ফীতি দমনে সহায়ক হয়।  
সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিনিয়োগ ভর্তুকি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয়ের যৌক্তিকতা আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য